কি মায়ায় বাঁধন এ সংসার!

যুথিকা বড়ুয়া

নারীর চারটি রূপ! মাতা, ভগিনী, কন্যা এবং প্রিয়তমা। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র যৌবনে তিলোত্তমার অপরূপ মহিমাই নয়, নারীজাতীর পূর্ণতা দিয়েছেন মাতৃত্বে এবং সযত্নে ও সুরক্ষিতভাবে তার আপন সন্তানের লালন-পালনে! আর তার জন্য প্রাণের ডোরে বেঁধে দিয়েছেন, হাজার স্নেহ-মমতায় ঘেরা একটি মোহময় মায়ার সংসার! কিন্তু যতই এ্যাডুকেটেড আর মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চপদস্থে কর্মরত হোক, একজন কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রী এবং স্নেহশীল মাতৃরূপে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা শুধু নারীজাতীর চিরন্তন কর্তব্যই নয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং পরম ধর্মও! যার নাম সংসার ধর্ম! সংসার ধর্মই মাবনজাতীর সবচেয়ে বড় ধর্ম! যার সুষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণভাবে সুসম্পন্নের মাধ্যমেই বজায় থাকে নারীর অস্তিত্ব! অটুট থাকে আপন সত্ত্বা! এটাই চিরাচরিত রীতি-নীতি। এর উর্দ্ধেঃ নারীর কোনো ভূমিকাই নেই সংসারে! কিন্তু তার নিজস্ব একটা জগৎ আছে! স্বাধীনতা আছে! সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত! কর্মক্লান্ত দিনের শেষে দেহ-মনের অবসন্নতা দূরীভূত করে দুদন্ড নিরিবিলিতে কৈশোর ও যৌবনের আনন্দ-কোলাহলের মধুময় স্মৃতির উপত্যকায় বসে যে একটু রোমন্থন করবে, সে জোও নেই! এমনিই কর্ম মেয়েদের! কিন্তু প্রবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ঘরে-বাইরে অজস্র কর্মব্যস্ততার কারণে যখন প্রচন্ডভাবে হাঁপিয়ে উঠি, একান্ত কর্তব্যের খাতিরে একেলা নিঃসঙ্গতায় বদ্ধ চারদেওয়ালের ভিতর বন্দি থেকে থেকে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার জন্য যখন উদ্গ্রীব হয়ে উঠি, সংসারের মায়া-বন্ধন, স্বামী-সন্তানের চিন্তা-ভাবনা সব ভুলে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেতে মনটা যখন আনচান করে ওঠে, ঠিক তখনি ইচ্ছে হয়, সংসারের সকল বাধা-বিপত্তি এবং সীমাবদ্ধতার গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত নীলাকাশের নীচে বিশুদ্ধ বাতাসে সবুজ শ্যামল বাগিচার নির্জন প্রান্তে চুপটি করে বসে থাকতে! কিন্তু তা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠেনা! কারণ আমরা মায়েরা যে সর্বদাই মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত স্বপ্নীল আকাঙ্খার প্রকোষ্ঠে কারাবন্দী হয়ে থাকি! কোনপ্রকারে সংসারের মায়াজাল ছেদ করে বেরিয়ে আসতে পারিনা! মনে হয়, অক্টোপাসের মতো চারদিক থেকে আষ্টে-পৃষ্ঠে কামড়ে ধরে রেখেছে! ছাড়তেই চায় না কিছুতেই! কিন্তু একদিন অসীম ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে, প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যের মনমাতানো উচ্ছাসের টানেই সংসারের সকল মায়া-বন্ধন তুচ্ছ করে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে আসি, বাইরের প্রাণোৎচ্ছল ঝলমলে রঙ্গিন পৃথিবীতে!

স্বচ্ছ রৌদ্রাজ্জ্বল সুনীল আকাশ! বইছে ঝুরুঝুরু স্নিগ্ধ মিহিন বাতাস! শিহরণে অনুভব্য হয়, বসন্তের মৃদুছোঁয়া! সমস্ত কানন অপরূপভাবে নিমজ্জিত হয়ে আছে উজ্জ্বলতম তরুণ সূর্যালোকে! সুপবনও আমোদিত হয়ে আছে, লাল-নীল-হলদ ফুলের মধুর সুরভীতে! দূর থেকে মনে হচ্ছিল, যেন কুহেলিকার মতো পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে বাইরের জগতটাকে! রাস্তার দু'ধারে উদীয়মান অর্ধফোটা দোলায়িত পুস্পকলিগুলিও যেন খিলখিল করে হাসছে! সে এক ব্যাখ্যাতীত অপূর্ব ভালোলাগার অভিনব অনুভূতি! দিগন্তের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মুগ্ধবিস্ময়ে উন্মুক্ত অন্তর মেলে দু'চোখ বুজে প্রকৃতির রূপ, রস আর মনোরম সৌন্দর্য্য আস্বাদন করতে করতে মুক্ত-বিহঙ্গের মতো মনের অগোচরেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠি! গুটিগুটি পা ফেলে তীর্থ যাত্রীর মতো ক্রমাগত পথ চারীদের অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম নিকটস্থ অন্টারিও লেকের বিস্তৃত জলরাশির সন্নিকটে! যার চারিধারে সমুদ্র সৈকতের মতো মায়ার মরীচিকা বিস্তৃত বালুচরের গা-ঘেঁষে সারি সারি পাইন ট্রি, ম্যাপল ট্রি আর ঘন সবুজ গাছগাছালিতে আচ্ছাদিত উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতের মতো গভীর বনভূমি! নীরব নিস্তব্ধতায় ছেয়ে আছে চারদিক! মন উদাস করা সেই গাঢ় নিস্তব্ধতায় আনমনে বসে পড়লাম ম্যাপল-ট্রির নীচে! আর সেই নিরবতা ভঙ্গ করে জলরাশির তরঙ্গ ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ছোট ছোট ঢেউ ভেঙ্গে উপছে পড়ছে পায়ের উপর! মস্তিস্কের কোষে কোষেও ছড়িয়ে পড়ছে এক একটা ঢেউ-এর ক্ষীণ শব্দ! মুহূর্ত্যে সিক্ত হয়ে উঠল, বিশুস্ক মরুর মতো আমার হৃদয়পটভূমি! যখন তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়েছিলাম, মনগড়া এক কাল্পনিক

জগতে! ইতিপূর্বে হঠাৎ চমকে উঠি! উর্দ্ধঃপানে চেয়ে দেখি, কোথা থেকে একঝাঁক পাখী চিঁ চিঁ শব্দ করতে করতে উড়ে এসে বসলো ম্যাপল গাছের ডালে! তার মধ্যে একটাই বড়পাখী! বাকীগুলি সব ছোট্ট! বড় পাখীটার মুখে ঠাশা খাবার! চিপে ধরে রেখেছে লম্বা ঠোঁটদুটো দিয়ে! বোঝাই যাচ্ছিল, ওই ওদের মা! বহু কষ্টের জোগাড়! তার ছানাপোনাগুলিকে খাওয়াবে বলেই সুপরিকল্পিত করে নির্জন নিরিবিলি জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছে! দেখলাম, কি সুন্দর সযত্নে সুশৃঙ্খলভাবে মা পাখীটা তার ঠোঁটের সাহার্য্যে বাচ্চাগুলোর মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে! একটুও মাটিতে পড়ছে না। মাঝে মধ্যে তার পাখনা দু'টি মেলে 'টিরিট্টি টিরিট্টি' করে শব্দ করছিল মুখে। মনে হচ্ছিল, বাচ্চাগুলিকে বলছে, 'ওরে, তোরা পেট ভরে খা, পেট ভরে খা!'

সেটা ছিল, বিনি পয়সায় এক অভিনব আনন্দ উপভোগ করবার আর দেখবার মতোনই নিদারুণ একটি দৃশ্য! যা নজরে পড়াও বড়ই দুর্লভ! শুধু তাই নয়, ভাববার বিষয়ও বটে! ছোট্ট একটি অবলা প্রাণী, যার মনের ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই! অথচ বিধাতা তাদের দিয়েছেন, সন্তান জনম দেবার ক্ষমতা। তাদের স্নেহ-মমতা -ভালোবাসা প্রদান করবার ক্ষমতা! দিয়েছেন অনুভূতি শক্তি! একটি রক্ত-মাংসের মানবীয় শরীরের চেয়ে একাংশও কম নয়! যা আমাকে অত্যাশ্চর্য্যজনকভাবে শুধু চমকৃতই নয়, চকিতে এক অব্যক্ত আনন্দানুভূতিতে অশ্রুকণায় সিক্ত হয়ে উঠেছিল, আমার মুগ্ধ বিস্মিত নির্বাক চোখদু'টি! স্পর্শ করেছিল আমার হৃদয়পটভূমিতে! যেদিন শরীরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে গভীরভাবে প্রথম উপলব্ধি করলাম, পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু-পশু-পাখী প্রতিটি প্রাণীর অন্তরে মাতৃত্বের রূপ একইভাবে বিদ্যামান! আকারে ছোট হলেও কোনো তফাৎ নেই ওদের! ওরাও সহৃদয়ে আদর মহব্বত প্রদান করতে জানে! মানুষের মতো ওরাও দায়িত্বশীল, রক্ষণশীল, ধৈর্য্যশীল ও সহ্যশীল! মুখে বলতে না পারলেও ওরাও সমাঝদার প্রাণীই বটে! কিন্তু ঐ ছোট্ট একটি প্রাণীর মাতৃত্বের একাত্মবোধে প্রচন্ডভাবে আন্দেলিত করেছিল আমার মূর্ছান্বিত মাতৃত্ববোধকে! খুবই নিপীড়িত করেছিল আমার বিবেককে! চকিতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, আমার ছানাপোনাগুলিও এতক্ষণে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট করছে হয়তো! হন্যে হয়ে ওরাও নিশ্চয়ই খুঁজজে ওদের মাকে!
হায়রে পোড়া মন আমার! কি মায়ায় বাঁধন এ জগত সংসার! এসেছিলাম পারিবারিক দায়িত্বশীল অঙ্গন থেকে কিছুক্ষণের জন্য বাঁধনহারা হয়ে একান্তে নির্জন নিড়িবিলিতে বসে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো বলে! না জানি আরো কতক্ষণ প্রকৃতির সেই মনোহরণ শান্ত নিঝুম পরিবেশে ভাবলেশহীন হয়ে বসে থাকতাম সেখানে! কিন্তু পারিনি! আমায় ধাবিত করলো! নারীর আপন সত্ত্বার দায়েই তৎক্ষণাৎ মরিয়া হয়ে ছুটে এলাম বাচ্চাদের মাঝে। আর মরমে মরমে উপলব্ধি করলাম, আমরণ মায়ায় বাঁধন এ জগত সংসার! চিরন্তন বন্ধন! ওপারের ডাক না আসা পর্যন্ত এ বন্ধন থেকে কখনোই চ্যুত হওয়া যাবে না!
কিন্তু আজও একান্তে নির্জনে বসে দলবদ্ধপাখীর কলোরব, কিচির মিচির শুনলেই মনশ্চোক্ষে প্রতিবীম্বের মতো ভেসে ওঠে, অতীতের সেই দৃশ্যপটের দায়বদ্ধতায় কর্তব্যরত এক মমতাময়ী পক্ষী মায়ের তার সন্তানদের স্নেহ আর ভালোবাসা বিতড়ণের এক অনবদ্য চিত্র! যা কখনোই ভোলার নয়!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com